সংবাদ

তারিখ ... 2-5-11
পৃষ্ঠা ·১৩·

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাকে একত্রে কাজ করতে হবে

—————রাশেদা কে. চৌধুরী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাকে একযোগে কাজ করতে হবে। সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রমকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। ন্যায় ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে হবে। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

গত রোববার সকালে আগারগাঁওয়ে এলজিইডি ভবন অডিটোরিয়ামে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আয়োজিত প্রাক-শৈশব উন্নয়ন ও গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক বাস্তব অভিজ্ঞতা বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধুরী এ-কথা বলেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব এম. মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খন্দকার এম. আসাদুজ্জামান ও প্ল্যান বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর হায়দার ওয়াসিম ইয়াকুব।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপ-নির্বাহী পরিচালক এম. এহ্ছানুর রহমান। প্রাক-শৈশব উন্নয়ন ও গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কর্মসূচি বিভাগের পরিচালক শফিকুল ইসলাম।

এছাড়া অন্য বক্তারা বলেন, দেশে ৯৭ শতাংশেরও বেশি শিশু স্কুলে ভর্তি হলেও প্রায় ৪০ ভাগ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে প্ল্যান বাংলাদেশের সহায়তায় শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা ও ঝরে পড়ার প্রক্রিয়া প্রতিরোধে বিকাশ নামে প্রাথমিক শিক্ষার এ মডেল তৈরি করেছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। বর্তমানে ৩০ হাজার ৫শ' শিক্ষার্থী এ প্রকল্পের আওতায় এসেছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম জাতীয় পর্যায়ে স্কুলগুলোতে এ মডেল চালু করার জন্য সরকার ও ডোনার এজেন্সিদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, মাতৃগর্ভ থেকে শুরু করে শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়া, শিশুর জন্মলাভের পর ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা ও স্কুলে ভর্তির জন্য প্রস্তুত করা, স্কুলে ভর্তির পর পিছিয়ে পড়া শিশুদের চিহ্নিত করে প্রতিটি পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে মা ও শিশুকে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোতে সহায়তা প্রদান করে একটি শিশুবান্ধব শিখন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিকাশ মডেল কাজ করে যাচ্ছে।